অবনীলা
মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

অবলীলা

চাচাতোবইনকে বিয়ে করে জাকির লন্ডন এসেছে। ভালো রুজি করে এবং স্ত্রী সন্তান নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতেই আছে। একথা সবাই বলেন। সবকিছু ঠিকঠাক তবুও রাত হলে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে, আরামে ঘুমাতে পারেনা। ক্ষণে উঠে বসে, ক্ষণে বিছানা থেকে নেমে খামোখা পায়চারি করে। বউ শুয়ে আছে দেখে গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'হেনা ওঠ! আমার ঘুম আরনা।'

বউ কাচাঘুম থেকে জেগে চোখ রগড়িয়ে উঠে বসতে বসতে বিরক্তেরসুরে বলল, 'কিতা ওইছে ঘুমাও না কেনে?'

'হুন্ কেউরে কইছনা। ঘর আইবার সময় ব্লেকআলারে ১৫ হাজার পাউন্ড দিয়া আইছলাম। অনে চিন্তায় ঘুম আরনা।' জাকির চিন্তিতসুরে বলল।

হেনা আঁতকে উঠে চোখ কপালে তোলে বলল, 'কত হাজার কইলায়!'

জাকির মৃদু হেসে শান্তসুরে বলল, 'বেশি নায়, মাত্র ১৫ হাজার।'

'ও সোনা মাই ইতা কিতা কও!'

'কিতা ওইছে! স্তম্ভিত ওরে কেনে? গরম চা খাইতেনি? ঘুমর লাইগ ছাড়বনে।' বলে জাকির মৃদু হাসল।

হেনা কপাল কুঁচকে বলল, 'ইতা খামখেয়ালি কর কেনে! কত দিন কইছি করজ করি দেশা টেকা পাঠাওয় না। আম্মাও না করছইন।'

'ক্যাট ক্যাট বন করি আমার কথা হুন্। তর ভাইয়াইনতর তিন চাইরখান বাসা আছে। আমি একখানতাও বানাইতা পাররামনা তোরার যন্ত্রনায়। হেই! তোমরা অত হিংসাখোর কেনে?'

'আল্লার দোয়াই দিরাম, ইতা চিন্তা মগজ থাকি বার করি ঘুমাও। সকালে উইট্টা ফুরিরে লইয়া স্কুল যাইতাম। তুমিত নাক ডাকাইয়া হারা দিন ঘুমাইবায়। কামও যাইবার সময় ফন কইরা কইবায়, আমার পেট বিষ করের আইজ কামও আইতামনায়।' বলে মুখ ভেংচি দিয়ে মাথা নেড়ে বালিশ ঠিক করে কাত হল।

'কিতার লাগি যে তরে বিয়া করছিলাম! বিয়ার আগে বাক্কা ভালা আছলে, বিয়া বইয়া বিটলিলে কিতার লাগি?'

'একমাত্র আল্লায় জানইন কিতা কইরা আমারে বিয়া করছ? গুণ তাবিজ বাণ মারি আমারে মাকালনী বানাইছলায়। তোমারে না দেখলে এক জাগাত বইতা পারতামনা। বুকর ভিতর উচাইট উচাইট করত। আর অনে কইরায় আমি বিটলি গিছি!' রেগে কশ কশ করে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'কিতার লাগি বিটলিতাম! বার বেটার লগে লটরপটর করার লাগি না কিতা?'

'দূর্ ঘুমা! নাইলে কিল মারি ডাট্টা করিলিমু। বেআক্কলনী কোনানর। যেতা মুখ আয় ওতা মাতে। ঘুমা!'

'ঘুমাইমু বাদে আগে কও! কোন মাকালে তোমরে ১৫ হাজার পাউন্ড করজ দিছে?'

'তর ভাই হুরুগুই।'

'ইতা কিতা কইলায়!'

'ওয়বে! তারে কইছি আগমি বছর তারে বিয়া করাইমু। বিয়ার হকল খরচ ও আমি দিমু।'

'আল্লাগো আল্লা ইতা কিতা হুনলাম!' বলে হেনা দুহাতে মাথা ছেপে নাড়তে লাগল।

'এই কিতা ওইছে, মাথাত চড়িগিছে না কিতা? মাথাত ধারা দিবার লাগি ঠাণ্ডা পানি আনতামনী?'

'হিগুই অত পয়সা পাইল কই?'

'হে আর আমি সাল্লা করি তর নামে ২০ হাজার পাউন্ড লউন আনছি। ২ হাজার তারা নিছে হে নিছে ৩ হাজার।'

'কে কে?'

'যারা আইন্না দিছে তারা।'

'আল্লাগো আল্লা আমারে বাঁচাও। আমার দম অনে বন্ধ ওইযিব।'

'হেই কিতা ওইছে, ইতা কররে কেন? লউনত আমি মারমু। তুই অত চিন্তা কররে কেনে?'

'কত বছরে ২০ হাজার পাউন্ডর লউন মারবায়?' বলে হেনা মাথা দিয়ে ইশার করল।

'বাসা ঠিকঠাক ওইগিলে আরো ৩০/৪০ হাজার আইন্না তরে লইয়া দেশ যাইমুগি। দিন রাইত কাম কইরা লউন মারার লাগি ই দেশ আর আইতামনায়। তুই খামোখা চিন্তা করিছ না, ইতা আমার চিন্তা।'

'ইগুরে আইজ জানে মারিলিমু। ফন কই? হর!' দাঁত কটমট করে বলে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে ফন হাতে নিল।

'কই ফন করতে?'

'আব্বার ঘর। ইগুরে আইজ জানে মারিলিতাম! আমারে জেল দিবার লাগি তোমার সাল্লাত পড়ছে। মাইগ্গো মাই! ২০ হাজার পাউন্ড আনল কিলা?'

'হেই অত চিন্তা করিছনা, হার্টএটাক ওইযিব। তুই মরলে আমার হকলতা শেষ, বাঁচা মরা হমান ওইযিব।'

এমন সময় মেয়ে নড়ছড়া করলে দুজন শান্ত হল। জাকির মৃদুহেসে বলল, 'তুই ঘুমা, লউনর চিন্তা আমি কর্রাম।'

'আল্লাগো আল্লা ২০ হাজার পাউন্ড।' বলে হা হুতাশ আক্ষেপ অনুতাপ করে মেয়েকে জড়িয়ে বিড়বিড়ি করে চোখ বুজল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে জাকিরও শুয়ে পড়ল। সকালে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে হেনা গুনগুন করে চা নাস্তা বানাচ্ছে। জাকির চোখ মেলে কান পেতে তন্ময় হয়ে শুনছে। চা নাস্তা বানানো শেষ করে হেনা হাঁক দিল, 'পুলিস আইছে! চট করি উঠ।'

'কিতার লাগিবে!' বলে জাকির লাফ দিয়ে উঠে বসল।

'আরো লউন দিবার লাগি। উঠ! মুখ হাত ধইয়া নাস্তা খাও। ইগুরে আইজ জানে মারিলিতাম। মাইগ্গো মাই! ২০ হাজার পাউন্ড।'

অবলীলা

‘হেই কইলেনো পুলিস আইছে, কই?’

‘আইছেনা। আব্বারঘর ফন করছিলাম। হে নাক ডাকাইয়া ঘুমার। লউন কথা আম্মারে কইছি। তার গলা কাটার লাগি আম্মায় ভোঁতা দা ধারায়রা।’ বলে হেনা দাঁতে দাঁত পিষল।

‘তুই আমারে একজারা বিশ্বাস করছনা। আমারে জানে মারিলিলেও ২০ হাজার পাউন্ড লউন আনমুনি।’

‘তোমার বিশ্বাস কইরা চাঙ্গ উইট্টা চ্যাং ধইরা ঠেকতামনী। তুমি যে আদম, কুইচ্ছা বুইঝা দাঁড়াইশ ধইরা আমার হাত দিয়া কও, যা বাইমমাছ দি মজা করি খাখড়ি বানা। মাইগ্গো মাই ও সোনামাই।’ বলে হেন শিউরে উঠল।

‘ধরিত আমি, তে তুই ডরাইয়া মররে কেনে?’ বলে জাকির মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বাথরুমে চলে গেল।

মাকে ফোন করে হেনা বলছে, ‘আম্মা, ইগুর গলাত দা লাগাইওনা। তাইন আমার লগে ঢং করছিলা।’

‘হাচা কইরেত!’

‘তাইন কইলাত। আমি আর কোনতা জানিনা।’

‘তোমরা আইবায়নি?’

‘কেনে আম্মা?’

‘আইলে দামান্দর লাগি হুটকি বিরানী বানাইমুনে।’

‘এর লাগিউ ঘুম থাকি উট্টা হউরবাড়ি যাইতা চাইন। আব্বায় কোনতা খাইছইন্নী? আমরা নাস্তা খাইয়া আইরাম।’ বলে হেনা ফোন রেখে বসারঘরে এসে চা হাতে নিয়ে বসল।

‘এই হেনা! বাড়িত যাইতেনি?’ জাকির হাঁক দিয়ে বলল।

‘কিতার লাগি যাইতায়? আবিতা বিয়া করার লাগি না কিতা?’ হেনা ভেঙ্গ করে বলল।

‘থোড়া বার চা। কয়েকটা কুল্লি কইরা মুখখান ধইয়া আই। বাই মুখে বিয়ার মাত কিলা মাতইন আইজ তরে হিকাইমু। বেভোঁতার বউ মাকালনী! কত দিন কইছি তরেও শান্তি দিতা পারিনা আরকগু আনলে নিরুপায় ওইমু। এমনেও রাইত পুয়াইযায় টেকার চিন্তা কইরা। তর লগে দেখা করার সময় দুনিয়া ফর ওইযায়। কত স্বপ্ন কত আশা। মনর কথা কইয়া তর লগে গপসপ করি আইজ পর্যন্ত একটা রাইত উজাগরী করছিনা। উবা, আইজ তরে কিলাইমু।’

‘এরে হুনরায়নী!’ হেনা হাসতে হাসতে হাঁক দিয়ে বলল।

‘কিতা হুনতাম?’

‘তোমার মন আছেনী?’

‘আইজ তর কিতা ওইছে! অনূঢ়া কোকিলার লাখান চটফট কররে কেনে, পিঞ্জরা ভাইঙ্গা উড়াল দিতে চাস না কিতা?’

অবলীলা

'কিতা কইলায়!' গলারজোরে বলে হেনা লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

জাকির কামরায় প্রবেশ করে বিদ্রূপহেসে বলল, 'কিতা ওইছে, কলিজাত খোচা লাগছে না কিতা?'

'আগে নাস্তা খাইলাও ঠাণ্ডা ওইযার।' বলে হেনা দাঁতে দাঁত পিষে আড় চোখে তাকিয়ে হেনা বসল।

'তুই খাইছতনী?' জাকির বসতে বসতে বলে বিস্কিট হাতে লয়ে চা'য় ভিজিয়ে মুখে দিল।

হেনা সোফায় পা তোলে তার বাজুতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে, দুষ্টুহাসি হেসে গুনগুন করে গাইল, 'ঠাট ঠমক তোর হাটা দেখে মন করে উচাটন, ওলো তোর বুকে মন নাই মায়া নাইলো।'

জাকির কাপে চুমুক না দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'কিতা কইলে!'

'আখতা চেত করি উঠলায় কেনে, কিতা ওইছে? উলশে কামড় মারছে না কিতা?' বলে হেনা খিল খিল করে হাসতে লাগল।

'দেখরায়নী! আমারে খোচা মারি হাসতে হাসতে কুটকুটা ওইযার। উবা, চা টা খাইলাই। আইজ তরে কিলাইয়া ডাট্টা করমু। তর গতরও তেল বান্দিলিছে। উবা চা টা খাইলাই!' বলে জাকির বসে চা'য় চুমুক দিল।

'এরে হুনরায়নী?'

'অনে কিতা ওইছে! কোনতা কইতে না কিতা?'

'কইলে চেত করি উঠতায়নায়তো?'

'আগে ক, বাদে চেমমেত করমুনে।'

হেনা দুষ্টুহাসি হেসে বলল, 'হাঞ্জাবেলা বাঁশঝাড়র পিছ থাকি ফিসফিস করি ডাকতায় কেনে?'

'দুর ইকান থাকি হরিযা! আইজ তর কিতা ওইছেলো?' বলে জাকির চোখ পাকিয়ে তাকাল।

'কিতার লাগি ডাকতায় কওনা কেনে?' অধীর হওয়ার ভান করে বলল।

'হুন, আনা মাতি চা খাইলা। নাইলে কিলাইয়া ডাট্টা করিলিমু।'

'কও না কেনে, শরম করে না কিতা?' বলে হেনা শরীর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

'দেখও হাসতে হাসতে কুটকুটা ওইযার। এই অততা হাসরে কেনে? জানছনী, আমার মনে কর তর গতরও হাসির দেও ভর করছে।'

'ও সোনা মাইগ্গো!' বলে হেনা শিউরে উঠল।

'কিতা ওইল কাঁপরে কেনে?'

'একলা পাইলে দেও ভূতের ডর দেখাও কেনে? মাইগ্গো মাই আমার যে ডর লাগে।' বলে হেনা আবার শিউরে উঠল।

'আদর মায়া করার লাগি।' বলে জাকির ঠোঁট বাঁকিয়ে দুষ্টুহাসি হাসল।

'অনে থোড়া মায়া করবায়নী?' বলে হেনা ভ্রূ দিয়ে ইশারা করল।

অবলীলা

‘দুর হরিযা!’

‘অখন মায়া কমিগিছে না কিতা? তখনত হাঞ্জা বিহানে কানা মাছির লাখান ঘুরা ঘুরি করতায়। একলা দেখলেউ শিকারি মুরগার লাখান উড়াল দি আইয়া ঝাপটা মারি ধরতায়। আমার যে ডর করত। তুমি আমারে কলঙ্কিনী করতা চাইছলায়, নায়নী!’ বলে হেনা দাঁত কটমট করল।

‘তুই অত মুখজোর কেনেলো?’

‘মুখচোর ওইলে কাউয়া চিলে ভাটিছিড়ি খাইলিলনে।’

‘তোরে নি?’

‘তে আর কা’রে, তোমারে না কিতা?’

‘আমি বেটা মাত্তা পারিনা। হকলে আমারে মাকাল ডাকে। গণাত ঠগে, মাফ ঠগে, মাত ঠগে, যে যেবায় পারে ওবায় ঠগে। হায়রে আল্লাহ, আমি মাকালে ঠগরবাজারও বেচাকিনা করতাম কিলা?’ বলে জাকির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল।

‘আমারে কোনতা কয়রায়ন কিতা?’ বলে হেনা আড়চোখে তাকল।

‘দুর না তরে নায়। হাচাউ হকলে আমারে ঠগে। অনে ডর করে ঠগা খাইতে খাইতে ঠগনি ওইযাই।’

‘এরে দেশও যাইতা আছলাম। ফন করলে আম্মায় কান্দইন। যাইতায়নি?’ বলে হেনা ম্লান হাসল।

‘ওয় আমারও জানে টানের। আয়শার হলিডের সময় যাইমুনে। অনে গেলে পুলিসদি ধরাইয়া আনব, যে সেক্রেটারি। এই ইগু মরেনা কেনে? একমাত্র তাইর ডরে আমি আমার ফুরিগুতারে লইয়া স্কুল যাইনা। একটু দেরি ওইলে তিনটা ভেটকি দিয়া কয়, আরকদনি লেইট করল কমিনিটি পুলিস ডাকমু। আরকদিন কইলে আমি পুলিস ডাইক্কা কইমু, ই বেইট্টে আমারে ডর দেখয় কেনে? আমার প্রেসার হাই ওইযায়। আমি মরলে আমার বউ ফুরি কে পালব?’ বলে জাকির দাঁত কটমট করল।

‘বাপ ঝির যে ঘুম ভাঙ্গেনা ইতা তাই জানে। এর লাগি ডর দেখায়। আমি গেলে দেখি কোনতা কয়না।’

‘তুই যে মুখজোর, এর লাগি তরে ডরায়। কোনতা কইলে ক্যাটক্যাট হুইন্না যে কাউল্লা ওইব ইকান তাই জানে। এর লাগি তর দেখলেউ ভিতরে যায়গি। আমি কতদনি দেখছি। তরে অততা ডরায় কেনে?’

‘একদিন বাখান দিছলাম। আমার এগু ফুরি। একদিন যে বেমার পড়ছিল। কত কাজমিনতি করছিলম তবু কয় স্কুল লইয়া আয়। বাদে চলছিলাম। বাখন হুইন্না কয়, আওয়া লাগতনায় তাইরে লইয়া ডাক্তরা যা। তাই আমারে চিনছেনা, আরক দিন রাগাইলে তাইরে মজা হিকাইমু।’

‘আইচ্ছা হুন, আর গরম ওইছনা আমার ডর করের।’

‘ইলা মাত কেনে?’ হেনা হতাশ হয়ে বলল।

‘বিয়ার আগে আমারে দেখলে দৌড়িয়া লুকাইতে কেনে?’

‘একলা পাইলেউ ঝাপটামারি ধরতায় কেনে? আমার যে ডর করত।’

অবলীলা

‘কেনে ধরতাম জানছনি?’

‘কইবায়নি?’

‘আমারে দেখলেউ দৌড় মারি পাকঘর যাইতেগি। কতদিন কত চেষ্টা কষ্ট করছি মনর কথা তরে বুঝাইয়া কইতা পারছিনা। আর তর নানী! ইবার বাড়িত যাই। ঘাটও ডুবাইয়া বুড়িরে মারমু।’

‘তোমারে দেখলে নানীজ্জে কিতা কইতা জাননি?’

‘তর নানীরে দেখলে আমার মজগ গরম ওইযিত। মনে কইত গলাত টিপা মারি বুড়িরে মারিলিতাম। বুড়ির একজারা হায়া শরম নাই, যেতা মুখ আয় অতা মাতইন। একদিন হকলর সামনে আমারে ডাট্টা করিলিছলা।’

‘কিতা কইছলা?’

‘চাচাজী তারা জমিন লইয়া মাতরা। আম্মা আর চাচী গপসপ কর্রা। আখতা কই থাকি আইয়া চিল্লাইয়া কইছলা, হেনারে লইয়া জাকির ভাগিগিছে!’

‘ইতা কিতা কও! আমি কই আছলাম?’

‘তুই আর মুইনা ঘাঁট আছলে। দিনরকানা রাইতর দেওয়ানা বুইড়ে আমারে দেখছিলানা। বড়চাচাজীর পিছে বওয়াত আছলাম। বুড়ির কথা হুইন্না হকল আক্কাক। একজনে আরকজন বায় খালি চাইরা দেইক্কা, চিল্লাইয়া গাও মাথাত লইলিছলা। আমি উবাইয়া মাথা দি ইশারা কইরা কইছলাম, কিতা কে কারে লইয়া ভাগছে? আমারে দেইক্কা বুড়ির নাভিশ্বাস উঠিগিছিল। থোড়ারদায় মরিচব্যাপার গেলাগিনে। ঠাণ্ডা পানি দি ধারা দিয়া জিতা করছিলাম।’

‘আমারে পাগল করছিলায় কিলা?’ বলে স্নিগ্ধ হাসি হাসল।

‘আমি নায়। তুই আমারে পাগল বানাইছলে। তরে না দেখলে মাথা গরম থাকত। কেউ কোনতা কইলে মনে কইত ছেদাইলিতাম!’

‘কেন?’

‘তর চাওয়া, তর চলা, তর হাসি, তর গুনগুনানী আমারে বিবাগী বানাইলিছি। সব সময় তর কথা চিন্তা করতাম। জানছননি, একদিন গলাত ফাস লাগাইয়া মরিযিতাম আছলাম।’

‘ও সোনাগো ইতা কিতা হুনাইলায়!’

‘ওয়বে, তর লাগি পাগল ওইগিছলাম, কোনতা ভালা লাগতনা। এক জাগাত বইতা পারতামনা। চোখ বুজলেঔ তর লগে মাত্তাম। তরে লইয়া লন্ডন আইল্লে, আমি উদাসি ওইয়া জংলায় জংলায় থাকতাম। ঘুম খানি ছাইড়া নাগাসন্ন্যাসী ওইগিছলাম।’

‘ইতা কিতা কও!’

হেনার মুখের পানে তাকিয়ে কপাল কুঁচ করে বলল, ‘কিতা ওইছে কানরে কেনে?’

‘আমারে অত ভালাপাও!’

অবলীলা

‘মনে কইত পিরিতির পিঞ্জরাত ভইরা নিধুবন গিয়া তরে লগে কামকলা করতাম। তর কথা চিন্তা কইরা তনে তাপন উঠলে, মনে কইত তর কামসাগর বাইচ খেলতমা।’ বলে জাকির স্নিগ্ধহাসি হাসল।

‘আমরার গাউত আরো কত সুন্দরী আছলা। তোমার লগে পিরিতি করার লাগি তারা ফুলডোর দি মালা গাথত, টুপা ভাত রাইন্ধা শিন্নি করত মানত পুরা ওইবার লাগি। ইতা জানার বাদেও আমার লাগি পাগল ওইছলায় কেনে, লন্ডন আইবার লাগি না কিতা?’ বলে হেনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূ হাসি হাসল।

‘আরকবার ইলা হাসলে চিৎ কইরা কামবাণ মারি তরে কান্দাইমু, মন রাখিস!’ দাঁত কটমট করে বলে জাকির দাঁড়াল।

সলজ্জ হাসি হেসে হেনা মাথা নত করে কথা না বলে মুচকি হাসতে দেখে জাকির দাবড়ি দিয়ে বলল, ‘যা তাইয়ার হ!’

‘অনে যাইতায়গি না কিতা?’ বলে হেনা অবাক হয়ে তাকাল।

‘তুই আইলে আয়, আমি যায়রামগী। আমার হইরে আমার লাগি বার-চাইরা।’ বলে জাকির দ্রুত কামরায় চলে গেল।

হেনা দৌড়ে এলে ব্যস্তসুরে বলল, ‘উবাও যাইওনা আমি আইরাম।’

পাশে এসে হেনাকে উরে ঠেনে আবেগপ্রবণসুরে বলল, ‘এই হেনা, আমারে ভালা পাছনি?’

‘আর একটা কথা কইলে কামসাগরও লাই খেলা লাগব।’ বলে হেনা কামার্ত হয়ে তার বুকে ঠেক দিয়ে মুখের পানে তাকাল।

চট করে হেনার কপালে চুমু দিয়ে বাজুতে ধরে সোজা করে বলল, ‘অনে না, রাইত খেলমুনে। জলদি শাড়ী পিন্দ, আমি চা আরকটা বানাইরাম।’

‘আমি চা খাইতামনায়। হুন, অনে সুন্দর শাড়ী পিনমু। আমার সুতন দেখতায়নি?’ বলে হেনা ভ্রু দিয়ে ইশারা করল।

‘দুর জলদি পিন্দ! আমি চা বানাইরাম।’ বলে জাকির বেরিয়ে গেল।

‘চা বানাইওনা আমি আইরাম!’ হাঁক দিয়ে বলে দ্রুত শাড়ী পরে এলে দুজন বেরুল। হেনা চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘তুমি চালাও।’

‘দুর হরিযা! তুই চালা। আমি চালাইলে এক্সিডেন্ট কইরা তরে মারমু। তুই চালাইলে আমি মরতামনায়। মাকাইলনি কোনানর, কয় ভাঙ্গা গাড়ি চালাইয়া মারতায়নী?’ এমন সময় তাদের সামন দিয়ে একটা গাড়ি গেলে গাড়ির পানে তাকিয়ে বলল, ‘আল্লায় বাচাইলে সামনের বছর ওজাত গাড়ি একটা তর লাগি কিনমু।’

‘লউন আইন্না না কিতা?’ বলে হেনা বিদ্রূপহাসি হাসল।

‘দিমু কিল একটা!’ দাবড়িয়ে দিয়ে বলে হেনার দরজা খুলে বলল, ‘গাড়িত ওঠ!’

‘ধন্যবাদ সাহেব।’ বলে হেনা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

জাকির উঠে বসলে চালাতে লাগল।

হেনা তার পানে তাকিয়ে বলল, 'আম্মারও বিশ্বাস ওইছেনা। হাচা কও কত আইনছ?'

'আনছিনাবে, চিন্তা ভাবনা করছিলাম আনতাম নি না আনতামনা। বিকালে ভাইসাবর লগে দেখা করা লাগব। হুইনছি তাইনর বিছনার তলে আগের আমলী ব্যাঙ্ক একটা আছে।'

'থুকাইবার লাগি যাইওনা মাইর খাইবায়। ই খবর কে দিছে, হুরুটায় না কিতা?'

'না।'

এমন সময় জাকিরের মোবাইল বাজল। জবাব দিয়ে বলল, 'সরণনিবে! কিতা কররে?'

সরণ সাধারণসুরে বলল, 'আইজ মুহিব আইব, তুই আইবেনী?'

'হিগু আইবনী?'

'আইব কইছে। ভাবী ভালানী? তর হউরবাড়ি গেলে ভাবীরে কইছরেবা চাচীরে বুঝাইয়া কইতা, মুহিবর লাগি এগু কইন্যা থুকাইবার লাগি। তার মা'য় আইজও ফন কইরা আমার লগে বাক্কা সময় মাতছইন। তর লগে মাততা আছলা আমি তর নাম্বার দিছিনা। কাইন্দা কইছন, আমার মুহিবরে বিয়া করাইলে তোমরার লাগি দোয়া করমু। তুইত জানছ, হকলতা বেইচ্চাই কত কষ্ট কইরা লন্ডন আইছে।'

'আইচ্ছা, বিকালে আইলে ইতা মাতমুনে। তুই অনে কই?' জাকির বলল।

'ইউনিত যাইরাম। বাদে মাতমুনে।' বলে সরণ লাইন কাটল।

হেনা কপাল কুঁচ করে বলল, 'কিতা ওইছে?'

'মুহিবর মায় আইজও আবার ফন কইরা কাইনছইন।' জাকির বিচলিত হয়ে বলল।

'আম্মারে কইমুনে তুমি আব্বারে কইও।'

'গাড়ি থামা।'

'কেনে, কিতা কিনতায়?'

'খালি হাতে হউরবাড়ি যাইন্নি?'

'আমি আনছি! আর কোনতা কিনা লাগতনায়।' ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলল।

'ঠিক আছে আর চেতিছনা অনে আস্তে চালা।'

'কিতা চিন্তা কর্রায়?'

'কোনতা নায়।'

'কিতা দেখরায়?'

হেনার কথার জবাব না দিয়ে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে চোখ কপালে তুল বলল, 'ইগু কা'র ঘরওর কিগুবে! আনা খাইয়া হালাক পড়িযার।'

'কা'র কথা মাতরায়?'

‘বাউয়েদি চাইয়া দেখ। হায়রে হায় ইগু যার ভাট পড়ব হিগুই হায় হায় করি কানব।’

‘কিতা মাতরায়!’

‘হউ দেখরেনানী, কানী কোনানর!’

‘হউ যে মড়াখাশি ওগুর কথা কয়রায় না কিতা?’

‘দুর না, ইগুত মোটাধনী ওইবার লাগি অনশন করের মাত্র।’

‘ইতা কিতা মাতরায়! টেকার চিন্তা করতে করতে মাথাত চড়িগিছে না কিত?’

‘দুর না আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে। ইতাইন অত মোটা ওইন কিলা, কিতা খায়?’

‘মানুষরে লইয়া যে খালি হাস, আমি মোটা ওইলে কিতা করবায়?’

‘দুর মাতিছ না! তুই ইলা মোটা ওইলে খানির খান্দা বায় যাইবার দিতাম নায়। অনে আনা মাতি গাড়ি চালা। দিন রাইত খালি খানির চিন্তা। গাড়ি চালা!’

‘কোনতা কইলে চেত করি উঠ কেনে?’

‘একটা গান গা।’

‘আইজ তোমার কিতা ওইছে!’ রাগ করে বলে দ্রুত চালিয়ে বাবার ঘরে এল।

গপসপ করে চা খেয়ে জাকির উপরে এসে দরজায় ঠোকে নিম্নসুরে ডাক দিল, ‘আরিফ ওঠ।’

দ্রুত দরজা খুলে আরিফ ভয়ে ভয়ে বলল, ‘দুলাভাইনি, আপারে কিতা কইছ?’

‘দুর মাতিছনা! ইগুর পেটও কোনতা হজম হয়না। তিল কইলে, মুরুগ লুকাইয়া চিল চিল চিল্লায়।’ বলে জাকির তার কামরায় প্রবেশ করল।

‘আম্মায় চিল্লাইয়া কইছন, আমার দামান্দর কোনতা ওইলে তোর গলা কাটমু। কিতা কইছ জলদি কও! আমার যে ভুখ লাগছে।’

‘কইছলাম তুই আমি মিইল্লা মাত্র ২০ হাজার পাউন্ড লউন আইনছি। কথা শেষ করতা পারছিলামনা স্তম্ভিত ওইইছিল। ইগুরে লইয়া যে কিতা করতাম। কইলজাত একজারা জোর নাই।’

‘আমার বইনরত থোড়া আছে, তোমারত এক্কেবারে নাই।’ শার্ট গায়ে দিতে দিতে আরিফ বিদ্রূপ করে বলল।

‘তুই আয়, আমি নিচে যাইরাম। আমি না গেলে আমার হইরে তর গলা কাটিলিবা।’ বলে বিদ্রূপহেসে জাকির বাসার ঘরে এল।

আরিফ রান্নাঘরে এলে হেনা কোঁদা দিয়ে এগিয়ে বলল, ‘কিতা সাল্লা দিছত?’

‘আমি জানিনাগো আপা। সকালে আম্মার হাঁক চিঁক হুইন্না আমি ডরাইয়া নিচেউ আইছিনা। হরদমে আল্লাজির নাম জপইপ্পা তোমরারে আইনছি।’ বলে আরিফ শিউরে উঠল।

‘২০ হাজার পাউন্ড কইয়া আমারে হার্টএটাক দিলাইছলা। হুন, খবরদার এইনর সাল্লাত কোনদিন পাড়বে! আম্মায় তর গলা কাটিলিবা।’ বলে হেনা নাস্তা এগিয়ে দিল।

‘জানিগো আপা। আপা, তোমারে একখান কথা কই?’ বলে চেয়ার টেনে বসল।

‘ক হুনি।’

‘এইন খালি আমারে কানমন্ত্র দেইন।’

‘কিতা কইন?’

‘তাইনর বাসাখান তোলতা। আইচ্ছাগো আপা কওচাইন, এক কুটি টেকা দি বাসা বানাইয়া কিতা করতা?’

‘কত কইলে!’ বলে হেনা দাঁড়িয়ে চোখ কপালে তোলল।

‘আমি নায় ডুলাভাইয়ে কইন, এককোটি মাত্র।’

‘খবরদার এইনর সাল্লাত কোনদিন পড়বে। এইনর সাল্লা লইয়া কোন কাম করলে পুলিসে ধইরা তরে জেলপাখি বানাইবরে ভাই।’

‘আমি জানিগো আপা এর লাগি ডুলাভাইর লগে বেশী দেখাসাক্ষাৎ করিনা।’

‘সবসময় দূরই থাকিছ, নাইলে আম্মায় তর গলা কাটিলিবা। আর হুন্! আমার নামে লউন আনার কথা কইলে লগে লগে ফন কইরা আমারে কইবে। না কইলে জানে মারিলিমু মন রাখিছ!’

‘পারিনাগো আপা। ডুলাভাইয়ে কোনতা কইলে চিন্তা না কইরা করিলাই। বড় ভাইববে কত দিন আমারে বুঝাইছইন। বুঝাইলে কিতা ওইব, ডুলাভাইরে দেখলেঔ ডুনিয়া ভুলিলাই। মানুষটায় আমার বায় চাইলে জান বার করি দিলাইবার মনে কয়। জাননি, আব্বা আম্মায় কিতা ভালাপাইন তাইন জানইন, আমরা জানিনা। দেখছনানি, রবিবারে বেতন লাইয়া ঘর যাইন্না। আমরা যে যেতা ভালাপাই অতা লাইয়া আমরার ঘর আইন। বড়ভাইসাবে কত দিন মারতা আছলা। অনে আর কোনতা মাতইন্না, কইন তর মনে যেতা কয় অতা কর।’ বলে মাথা নেড়ে চা’য় চুমুক দিল।

‘কিতা মাতরে?’ হেনা কপাল কুঁচ করে বলল।

‘জাননী, আব্বায় কিতা কইছন?’

‘কিতা কইছেন?’

‘আব্বায় কইছেন, আমার দামান্দে কোনতা কইলে যদিনরে পুয়াই না কইবায়, তোমরারে আমি ত্যাজ্যপুত্র করমু। আর আম্মায় কইছন, আমার দামান্দর লগে উল্টাপাল্টা করলে আমারে মা ডাকতা পারতায়নায়। কউচাইন ইত হুনলে তাইন কিতা করবা? ভব থাকতানায়, বাতাস উড়বা।’

‘কামচুরি করইন্নী?’

‘কাম গেলে আরক জ্বালা, থুকাইয়া কাচরা বার করইন। হেল্থভিজিটার আইলে কিচিন যায়না। সামনে বইয়া চা খাইয়া যায়গি। কোনতা জিগাইলে কয়, জাকির গেছেগিনিনাতা?’

‘কেনে কয়?’

‘একদিন কইছলাম ওয় গেছইনগি। কিক্ কইমুগো আপা, দৌড় মারি কিচিন গিয়া খামোখা কয় কিচিন অত কাচরা কেনে? নয়া শেফর কাগজ পত্র দেখা। মাইগ্গো মাই আমার যে ডর লাগছিল। আমি বুইঝছিলাম বন্ধ করিলিব।’

‘হাপ্তাতনু তিন চাইর দিন কাম যাইন্না।’

‘ইতা তোমারে কে কইছে!’

‘ঘর থাকইনত।’

‘সাতওদিন কাম করইন। জলদি আইওইন এর লাগি মন কর কাম যাইন্না। কামলাইনতর কান খাড়া থাকে। আখতা গিয়ে মুল্লাইনতর লাখান লাম্বা সালাম কইরা কইন, আপনারা হকল ভালা আচইন্নি?’

‘ওইছে! আর গুণগান গাওয়া লাগতনায়। এমনেউ আমারে হার্টএটাক দিলাইন। ইতা হুনলে ফুলশিন্নি হাত লইয়া আটবা।’ বলে হেনা মুখ বিকৃত করল।

এমন সময় জাকির ডাক দিল, ‘আরিফ! ওবায় আয়চাইন।’

‘আপাগো, দুলাভাইয়ে আমারে ডাকরা কিতার লাগি?’ আরিফ ভয়ে ভয়ে বলল।

‘আমি কিতা কইতাম, গিয়ে হুন। আমার মন কয় অনে তরে হার্টএটাক দিবা। যা আমি ডাক্তর এম্বুলেঞ্চ ডাকরাম।’ বলে হেনা মাথা দিয়ে ইশারা করল।

‘ইয়া আল্লাহ আমার হার্টরে ঠিকঠাক রাইক্ক। আমি আব আবিতা।’ শেষটুকু নিম্নসুরে বলে আরিফ ধীরে ধীরে হেটে এল।

‘আয় বারে যাইতাম?’ জাকির সাধারণ সুরে বলল।

‘কেনে দুলাভাই?’

‘তর লাগি গাড়ি দেখতাম।’

আরিফ মাথা নেড়ে অসহায়ের মত বলল, ‘আমার গাড়ির দরখার নায়।’

‘কেনে! টেস্ট পাস করছত মাস ওইযার গাড়ি কিনছ না কেনে?’

আরিফ কাঁধ ঝুলিয়ে হতাশ হয়ে বলল, ‘দরখার নায়ত, এর লাগি কিনরামনা।’

‘কে কইছে দরখার নায়। আয়! অনে একটা কিইন্না আনমু। চল!’

‘দুলাভাই, আপায় আমারে ডাকরা। হুইন্না আই।’ আরিফ দৌড়ে রান্নাঘরে এসে বলল, ‘আপাগো আপা, আমার লাগি গাড়ি কিনাত যাইরা। কিতা করতাম?’

‘না করলে আম্মারে আর আম্মা ডাকতে পারতেনায়, আব্বায় তরে ত্যাজ্যপুত্র করবা। এখন তর ইচ্ছা।’

‘হায়রে আল্লাহ! আমরারে ঘরছাড়া করার লাগি ই মানুষটা লন্ডন আইছইন কেনে?’ বলে আরিফ মাথা নত করে নেড়ে অনুতাপ শুরু করল।

'তাইনর জেব পয়সা নাই। চাইলেও বেশী দামি কিনতা পারতানায়, লউন আনতা ওইবা। ডরাইছনা যাগি।'

'আমিত লউনর ডরেউ থরহরি কর্রাম। গেরেইজ গিয়াঔ কইবা আনিলা আমি দিমুনে।'

'কিতা কইলে!' বলে হেনা প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

'ওয়গো! এর লাগিতো গাড়ি কিনরামনা। জাননি কিতা কিনতা চাইন?'

'আমি জানি। খবরদার এইনরে লইয়া গাড়ি কিনাত যাইবে। কিইন্না বিপদ তর গলাত দিবা।'

'আমি জানিগো আপা। আপা, তাগাদা আমারে একটা সুবুদ্ধি দেও।'

'কত দিবে?'

'আর বুদ্ধি লাগতনায়।'

'কিতা ওইল?' বলে হেনা বিদ্রূপহাসি হাসল।

'হার্টএটাক দিলেও দুলাভাইয়ে মাগনা বুদ্ধি দেইন। আইচ্ছা, তুমি চা খাও আমি গাড়ি কিইন্না লইয়া আই।' আরিফ দৌড়ে এসে বলল, 'দুলাভাই চল।'

'উবা, আমার হউর হরিরে সালম করি আই। তারা দোয়া করলে গাইড়ে চাতাইতনায়। আল্লাহ ওইলা মহাকারিগর, দোয়া করলে কলর জিনিষ ভালা লাসটিং করে। আয়।' বলে বসারঘরে প্রবেশ করে মা বাবার পা ছোঁয়ে বুকে হাত লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধহাসি হেসে বলল, 'আরিফর লাগি গাড়ি কিনতাম।'

'আল্লার নাম লইয়া যাও। আল্লাহ নিগাবন।' আনন্দের হাসি হেসে বলে বাবা হাত তোলা দিলেন।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'যেটা তোমার সুন্দর লাগে ওটা আইন্ন। পয়সার চিন্তা কইরনা।'

'জি আইচ্ছা চাচিআম্মা। চাচাজী দোয়া করবা। আরিফ চল। হেনা! আমরা গাড়ি কিনাত যাইরাম দোয়া করছি।' বলে জাকির বেরুল।

ওরা চলে গেলে হেনা এসে কপাল কুঁচ করে বলল, 'এইনরে অত মায়া করইন কেনে?'

'তুই তর হরিরে অত মায়া করছ কেন?' বলে মা মাথা দিয়ে ইশারা করলেন।

'আমার হরির লগে তাইনরে মিলায়রা কেনে?'

'আমার একমাত্র দামান্দ। পুয়াইন হকল তারার সংসার লাইয়া তারা ব্যস্ত। আমরার মন কিতা চায়, জানে কিতা খাইত চায় ইতা জানার সময় তারার নাই। একমাত্র আমার দামান্দে ইতা হিতা থুকাইয়া লইয়া আইন। তারারে কইয়াও আনাইল যায়না। কতজনরে কত কাম। তর বাপে মধু আর কালিজিরার তেল খাইন। আছে না নাই তোমরা কোনোগুই কইতা পারবায়নি?'

'নাগো আম্মা আমি জানি?' হেনা আশ্চর্য হয়ে বলল।

একটাব্যাগ দেখিয়ে মা কপাল কুঁচ করে বললেন, 'মধু কাইল শেষ ওইযিব। ইতা কোনসময় আইনছইন তুই দেখছতনি?'

হেনা মাথা নাড়লে বাবা দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'আমার পুয়াইনতেত বাসা তিনটা বানাইছইন। কোনো বাসাত আমি শান্তি পাইনা। একটা বাসার খান্দাত মসজিদ নাই, আর সবতা আছে। হে যে বাসা বানার ই বাসার খান্দাত মসজিদ আছে, দোকান আছে জাগাও নিরিবিলি। জাননি কেনে বানার?'

'জি না আব্বা?'

'আমি দেইক্কা আইছি। বাসাটা আমার লাগি বানার। আমি যেলা চাই বাসাটা ওলা।' বলে বাবা দুহাতে মুখ মুছলেন।

'আব্বা!' বলে হেনা কাঁধ ঝোলাল।

'মাইরে, জাকিরের মনও দুঃখ দিওনা। তোমার ভাইয়াইনতর ক্ষতি ওইব। জাননি কত কষ্ট কইরা বাসার জাগা কিনছিল। তোমার ভাইয়েত টেকা দিছিল, কিন্তু হে আরো জমিন বেইচ্ছা জাগা কিনছে কেউ ইতা জাননি?'

'ইতা কিতা কইন আব্বা!'

'তার বাপর ভাটও ভালা জমিন পড়ছে। এর লাগি কেউরে না কইয়া জমিন বেইচ্ছা আমার লাগি বাসার জাগা কিনছে। তার মায় একটা কথা কইছন্না। বড়ভাইসাব আর ভাবীত তার কথা উল্টাইন্না। যেতা কয় তারা ওতা করইন। আমরা হকল সুখী। তার কলিজাত দিন রাইত আগুন জ্বলে। তার বাপ নাই মা বিধবা, বইনর লাগি দামান্দ থুকার পারনা।' বলে বাবা দু হাতে মুখ লুকাইয়া ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'আব্বা ইলা কাইন্দনা! আমার দম বন্ধ ওইযিব।' দৌড়ে পাশে এসে কেঁদে কেঁদে বলল, 'মুইনারে আরিফর লাগি আনলে আম্মাও লন্ডন আইব্বা। আপনে কিতা কইন?'

'তোমার মা'রে জিগাও।' বলে মাথা দিয়ে ইশারা করে বাবা অশ্রু মুছলেন।

'আম্মায় ডরাইয়া আপনারে কয়রানা। আমারে কত দিন কইছইন। আপনে রাজি ওইলে যে সময় কইবা আরিফরে লইয়া আমরা দেশ যামুগিনে। হে না করতনায়। ইতা হুনলে চিল্লাইয়া কানব।'

'মাইগো, ধন দিয়া আল্লায় মানুষর মন দেখইন। ধনত আল্লায় আমরারে বহুত্তা দিছইন। ধন পাইয়া আমরার মন ছোট ওইগিছে। অন্তরও দয়া মায়া রইছেনা। সামনে কেউ কানলেও মন নরম ওয়না, চোখ পানি আয়না। নমাজ পড়ার সময় নাই, জিকির করাত দূরর কথা। সবসময় নিজর চিন্তা আমরা করি। কেউ হাচা মাতলে তারে আমরা মাকাল ডাকি। মায়া করলে কই ইগু আস্তা একটা বেভোঁতা, নিজে না খাইয়া পররে দেলায়, কত বড় বেআক্কল। যে কথায় কথায় মিচা মাতে, গরিবরে ঠগে, সরল সহজ মানুষরে ধুকা দেয় চুরিচামরি করে, তারে আমারা চালাক আকলমন্দ ডাকি। আমার ভাতিজায় নিজে না খাইয়া ভুখারে তার খানি দেলায়। তৃষ্ণায় তার গলা হুকনা তবুও অন্যজনরে ঠাণ্ডা পানি দিয়া কয়, আপনে খাঔক্কা থাকলে আমি খাইমুনে।' বাবা সোয়াফ বসে দু হাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললেন, 'আল্লাজীগো, আমি গোনাগার আমারে মাফ কর।'

‘আব্বা কিতা ওইছে!, তাইনর লাখান মাতরা কেনে?’

‘মাইরে, জাকিরর মনর সিংহাসনও আমার মাই বাবা দুইও জন বওয়া। তার কলিজার ভিতর দিবাতন তুষের আগুন জ্বলের। হে চায় আমরা হকল এক থালও বইয়া ভাত খাই। ইকানও কয়, চাচাজী এক দানা খাইয়া ছয় ভাই গাঙ পাড়ইচ্ছলা। এক ভাইয়ে খাইছলানা তাই ডুইব্বা মরছিলা। আল্লায় বরকত দিলে এক দানা খাইয়া আমরা ফুরাইতা পারতামনায়। আমার পুয়াইতে ইতা বুঝইননা। একমাত্র আরিফে তারে বুঝে। দেখছনানি, কোনতা কইলে কেউরে না জিগাইয়া গাট্টিবুচকা বাইন্ধা কয়, চল আমি তোমার লগে আছি। অনে যে তারা গেল, দেখবায়নে আল্লার দয়ায় ভালা গাড়ি কিইন্না লইয়া আইবনে। দেইক্কা হকলে একবার চাইবা।’ বলে বাবা দাঁড়িয়ে জানালার পাশে গেলেন।

‘আব্বা, আপনার ভাতিজা সাংঘাতিক চালাক। তাইন রাই থুকাইয়া বেল বানাইতা চাইন।’ দুষ্টুহাসি হেসে হেনা বলল।

‘ওয়গো মাই কইছ কথা মিচা নায়। জাকির বড় কঞ্জুস। কিন্তু হাতর লক্ষিরে পাওদি ঠেলায়না। পাকনা তাল দিয়া কাচা বেল কিনেনা। আইচ্ছা ভাইঙ্গা কইরাম। বড়ভাইসাবর পুয়াইন ফুরিনতরে ভালা ভালা জাগাত বিয়া দিছইন বিয়া করাইছইন। আমার পুয়াইতরেও ভালাজাগাত বিয়া করাইছি। বউ হকল শিক্ষীত। তারা তারার অধিকার বুঝে। হউর হরির সেবা না করলেও গোনা ওয়না। আল্লার সামনে আমরা হকল সমান। বড়ভাইসাবর পুয়াইন সিলট থাকে। হুনছি বেটিরে লইয়া মাইযমগু ঢাকা গেছেগি। ভালা করছে, আল্লায় টেকা দিছইন যাইতনানী যাউক। ব্যবসা করের, ভালা। বাকিগুইন সিলট ব্যবসাবানিজ্য কর্রা। কিন্তুগো মাই, তারার মা বাপ অনে বুড়া ওইছইন। ভাবইবে রানতা পারইন্না। কামলা বেটিন কয়েকগু আছে। হুইনছি, ভাইসাবর শরীর খারাপ করলে মুইনা দৌড়িয়ায় যায়। তোমার হইরে ইতা হিতা রাইনধা দেইন। দেখছনানী তোমার বড়চাচায় কততা খাইতা চাইন। ইটা বানাও হটা বানাও, খাইবার সময় এক চিমটা। ইতা তোমার ভাইয়াইনতর বউ হকলে করবানি?’ বলে বাবা স্নিগ্ধহাসি হেসে হেনার পানে তাকালেন।

‘তারারত সময় নাই।’ হেনা মলিনমুখে বলল।

‘বড়ভাইসারবর হুরু ফুরিত তার হুরু আছিল। হি ফুরিরেত জাকিরেই ভালা জাগাত বিয়া দিল। ভালা ভালা জাগা থাকি তার লাগি বিয়ার আলাপ আইছিল। হে কর্মী পুয়া ইকান গাও অঞ্চলর হকলে জানইন। কত জনে আমারে কাজমিনতি করছইন তারে দামান্দ বানাইবার লাগি। তোমিত আমার একমাত্র ফুরি আমার কলিজার টুকরা। কিন্তু তারার ফুরিন তোমার থাকি গুণেমানে ভালা আছিল। বিয়া করলনা কেনে? তারাত ওলা কইছিল, জাকিরে যেত কইব তারা ওতা দিব। তখনত আমার অত দৌলত আছিলনা। অনে যেতা দি আমার পুয়াইতে বেটাগিরি কর্রা ইতা হকলতা তার। হে বানাইয়া দিছে।’ বলে বাবা ম্লান হাসলেন।

‘আব্বা, মুইনারে আরিফর লাগি আনলে আমার ভাইগুতা সুখী ওইব। আপনে কইলে না করতানায়। আমি কইলে গলাত দা লাগাইলিবা। তাইন চাইন আরিফর লাগি জগৎ বাইচ্ছা কইন্যা আনতা। রাইত পুয়াইলে কত ঘটকর কাছে ফন করইন। কোনগুই কোন বেড়া লাগাইব। বেড়া লাগার আগে আপনে বেড়া ভাঙ্গলে কোনতা কইতানায়। আইচ্ছা আপনে বৌক্কা, আমি গুর দি হান্দেশ বানাইরাম।’ বলে হেনা কপটহাসি হাসল।

অবলীলা

‘দেখরায়নি ফুরির বুদ্ধি! আমারে দি আমার ভাতিজারে কাবু করত চায়। আইচ্ছা যাও, তোমার মা’র লগে বুঝাপড়া করা লাগব।’ বলে বাবা মা’র পানে তাকিয়ে বিদ্রূপ হাসি হাসলেন।

‘ইলা হাসরা কেনে?’ বলে মা কপাল কুঁচ করলেন।

‘বড়ভাবীর গলাত ভোঁতা দা লাগাইছিল। মুইনা শিক্ষীত ওইলে তোমার গলাত ধারখান লাগাইয়া কইলনে, আল্লাহু আকবার কইলিতামনি?’ বলে বাবা শরীর কাপিয়ে হাসলেন।

‘আমি ডরাইয়া কইছিনা। আপনারার বংশর মাঝে ঔ এগুফুরি, এক্কেবারে জগতর আলা। আয়শারে ঘুমপাতাইবার সময় যে রাজকুমার আর রাজকুমারীর কিস্সা কই, এক্কেবারে ওলা। রূপেগুণে ষোলআনা। তিলপরিমাণ কমি নাই। আরিফে লুকাইয়া ফুটু দেখে আর রূপের কইন্যাগো গান হুনে। আমার পুয়ার আশা পূরতনায় মন কইরা আমি কত দিন কাইনছি।’ বলে মা বিচলিত হয়ে বাবার পানে তাকিয়ে পলক মারলে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরতে লাগল।

‘মুইনা ওইল আমরার ভাগ্যলক্ষ্মী। আরিফর লাগি আনলে সামাল সামাল ডাক পড়ব। বান ভাইঙ্গা পানি যেল হাওর হামায়, অলা ধনদৌলত মান ইজ্জত আমার ঘর আইব। কিতা কও! ভাবীরে ফন করিলিতমনী?’ বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন।

‘আমার ডর করেগো?’ মা ভয়ে ভয়ে বললেন।

‘দুর ডরাইওনা। আমি ফন কর্রাম, দাঁ লাগাইলে আমার গলাত লাগাইব। হেনারে কও আরিফর লাগি টিকিট কাটত।’

‘এরে দেখ আমার হাত পাও থরথর করি কাঁপের।’ মা কম্পিতসুরে বললেন ।

‘ভাবীনি! কিতা কর্রায়? কি তা দি ভাত সালন খাইলায়?’ বাবা হাসতে হাসতে বললেন।

মা চমকে ওঠে বুকে থুথু দিলেন।

জাকিরের মা আনন্দে হেসে বললে, ‘ও বেয়াই ভালানি! আমার বেয়াইনে কিতা কর্রা?’

‘থরহরি কর্রা।’

‘কেনে কিতা ওইছে, সুখবর না কিতা?’

‘কিতা কাইলায়!’

‘কইলাম নতুন খুশির খবর না কিতা?’

‘তোমার বেয়াইনরে লগে মাত। মন করছিলাম খুশির খবরটা আমি দিমু, যেলা মাতরায় কিতা কইতাম আমি থুকাইয়া পাইরামনা।’ স্ত্রীর পানে ফন এগিয়ে দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, ‘অবলাটা ইলা কেনে?’

‘কেনে কিতা কইছইন?’ কানে লাগিয়ে আনন্দে এক গাল হেসে বললেন, ‘বেয়াইন ভালানি?’

জা’মা অবাককণ্ঠে বললেন, ‘কিতা ওইছে আমার বেয়াই গোসা করলা কেনে?’

‘কিলা কইতাম আমার ডর করেরগো ভাবী।’

অবলীলা

'কোন মাস?'

'মন কয় আগামি মাস?'

'ইতা কিতা কও! ই খবর কা'রে কইমু। আইচ্ছা মুইনারে পাঠাইয়া ভাবীরে আনাইরাম। তাইন হকলরে বুঝাইয়া কইবানে। আমি পারতামনাগো সোনা আমার শরম করব। তোমরা ইতা কিতা করলায়, নাতিহকশায় কিতা কইব?'

হে'মা অবাককণ্ঠে বললেন, 'ভাবী ইতা কিতা মাতরা?'

'কিতা মাততাম কিতা! ইতা খবর কে কা'রে কইব। যে কইব হে পিঠা খাইব। গাউর হকলে ধইরা পিঠবা। ইতা কিলা করলায়, তোমরার একজারা শরম করলনানি?'

'ও ভাবী, ইতা আল্লার হাত। চাইলেও আমরা না করতা পারমুনি।' হে'মা বিচলিত হয়ে বললেন।

'পারতায় আর না পারতায় কিতা! হকলতা তোমরার হাত। তোমরা যেচাতা কর ইতা খবর আমি কেউরে কইতা পারতামনায়। আমার নাতীন কই? ইগুরে তোমরার খান্দা থাকি হরানি লাগব, নাইলে তোমরার লাখান বেশরম ওইজিব। ইতা আর হুনতা চাইনা! আমার বউ কই? আমার পুয়ায় কিতা করে, আমার পুত্রা হকল ভালানি, নাতীনহকশায় কিতা করে? ইয়া আল্লাগো আল্লা ইতা খুশির খবর কা'রে কিলা কইমুগো।'

'ভাবী কিতা ওইছে!'

'তোমার শরীরগতর ঠিকঠাক আছেনী? আর হুন লুকাইয়া থাইক্ক। নাতীনে দেখলে ঠাট্টাইয়ার্কি করব। তোমরার একজারা হায়াশরম নাই।'

'ভাবী অততা কিলা জানইন, কেউ কইছেনা কিতা?'

'কিতা জানতাম আর না জানতাম! ইতা খবর কে কারে কয়? মানুষটারে দেখতে বাক্কা ভালা লাগে, মন করতাম ভালা মানুষ। অনে দেখি এক্কেবারে চশমখোর। ই বুড়া বয়সও ই কি কলঙ্ক লাগাইলা। যে হুনব মুখ লুকাইয়া হাসব।'

'আপনার দেওরর লগে মাত, আমি আর পারতামনায়।' বলে মা ফন এগিয়ে দিলেন।

জাকিরের মা বার বার না করছেন। হেনার বাবা ফন কানে লাগিয়ে গম্ভীরসুরে বললেন, 'ভাবী কিতা ওইছে?'

'কিতা ওইত কিতা! তোমরার একজারা হায়াশরম নাই।'

'আমার পুয়ার লাগি আমার ভাতিজীরে আনতাম ইন হায়াশরমর কিতা? অত মান উঠলায় কোনদিন!' বাবা রাগ করে বললেন।

জা'মা হতবাক হয় বললেন, 'কিতা কইরায়?'

'কিতা কইতাম কিতা! সামনর মাস আরিফরে দেশা পাঠাইরাম।'

'আমি বুইঝছিলাম আরো কিতা?'

'কিতা!'

'আমি বুইঝছিলাম তোমরার ঘর...। না না কোনতা নায়। বেয়াইনরে দেও।'

'তোমার মাথা নষ্ট ওইছে না কিতা! যেতা মনে কয় ওতা চিন্তা কইরা যেচাতা বুঝ। নেও! হেনার মা'র লগে মাত। আর কোনদিন ইলা মাতলে পুকরিত ডুবাইয়া মারমু মন রাইক্ক।' বলে বাবা হেনার মার হাতে ফন দিয়ে বিদ্রূপহাসি হাসলেন।

'ভাবীগো ভাবী আমারে যে ডর দেখাইছলায়। আমিত মনে মনে কলিমা পড়া আরম্ভ করিলিছলাম। আপনার যে পুয়া গলাত ভোঁতা দা লাগাইলিবা আপনে কোনতা কইলে।'

'দুর মাইত্তনা! আমার হাত পাও কাঁপের।'

'ইতা কিলা চিন্তা করলায়?' হে'মা অবাক হয়ে বললেন।

'তোমরা কিলা মাইতছিলায়?'

'আমরা কিলা মাতলাম?'

'আইচ্ছা ইতা বাদ দেও। বড়ভাইসাবরে ফন কইরা কও, আমি কইলে আমারে দৌড়াইয়া মারবা। হাপ্তাত বিয়ার মাত একটা আয়। তাইন জাকিরর লাগি বার চাইরা।' ভারী গলায় বললেন, 'আমার পুয়ায় কিতা করের?'

'আরিফরে লইয়া গাড়ি কিনাত গেছইন, আইলে ফন করার লাগি কইমুনে। আপনে বুঝাইয়া কইলে আমার গলাত দা লাগাইতা নায়। কানমন্ত্র দিলে আইজ আমি শেষ। আমরে জানে মারিলিবা। কত থুকানি থুকাইরা ভালা দামান্দ পাইরানা।' বলে হেমা বিচলিত হলেন।

'আমারে ঢং বানাইরায়নাত?' জা'মা গম্ভীরসুরে বললেন।

'ভাবী ইতা কিতা কইলায়!' হে মা হতবাক হয়ে বললেন।

'আমার পোড়া কপাল। আমার পুয়া পুইরে তারার বাপর মায়া পাইছেনা। তারার চাচাইনতে তারারে লালনপালন করছইন। অলক্ষ্মী অপয়া ওইলেও ইতা তারার, আমার নায়। আমিত দুঃখর সাগরে লাই খেলরাম।' বলে জা'মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

'ভাবী আমার লাগি দোয়া কইর। আপানর দেওর হাত যেন আমার মরণ ওয়। ভাবীগো, কলঙ্কর ডর না থাকলে আপনে আইজ ইলা কানলায়নানে। আল্লায় যেতা করইন আমরার ভালার লাগি করইন। কাইন্দনা। স্কুল থাকি আইলে হকলটিরে লাইয়া আপনার লগে মাতমুনে। আপনার দেওরর লগে মাত্তানি, না বউর লগে মাত্তা?' বলে হে মা আঁচলে অশ্রু মুছে বিচলিত হাসি হেসে স্বামীর পানে তাকালেন।

'কিতা ওইছে ভাইবে কানরা না কিতা?' গম্ভীরসুরে বলে ফন কানে লাগিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'ও বেয়াইন, কান্দাইবার লাগি আমি আইতামনী?'

'সামনর মাস তোমার ভাইর ওফাতর তারিখ। পারলে আমার পুয়াগুতারে লাইয়া আইও, তার বাপর শিন্নি করবনে?' কেঁদে কেঁদে বললেন।

'আমারেও মারিলিতায় না কিতা? আমি মরলেনো হকলটিন এতিম ওইজিবা। এমনেও আমার আর ভালা লাগেরনা। কত চিন্তায় আমারে খার। আরিফর আর মুইনার বিয়াটা ওইগিলে আমি নিঠাণ্ডা

ওইমু। আর হুন, তুমি লন্ডন আইতায় না হেনার মারে লইয়া দেশ আইতাম? আইজ এককথা কইলাও! ইতা আর ভালা লাগেরনা।' হে'বাবা রাগ করে বলেনে।

'ভীটাখান থাকলে মন বাক্কা শান্তি পাই। হকলর রূহানি আওয়া যাওয়া করে। গরিবগুরবা আয়। বাড়িত কেউ না থাকলে তারা আইয়া নৈরাশ ওইয়া যাইবা।'

'ভাবী দিলেজানে কও?' হে'বাবা বিচলিত হয়ে বললেন।

'কি কইতাম?' জা'মা চিন্তিতসুরে বললেন।

'আমার পুয়ার ঠাই আপনার ফুরিরে বিয়া দিবা। আল্লার দোহাই না কইরনা। আমার পুয়ায় মনকয় মুইনারে ভালাপায়। হেনরা মায় কইছে।'

জা'মা বিচলিতহাসি হেসে বললেন, 'দয়াকরি পুতুরবউ বানাইলে আমার এতিম ফুরিগুতা বাপর মায়া পাইব।'

'ভাবী, চাইলে আমি অনে আইতা পারতামনায়। ইলা আর কানলে তোমারে দেখার লাগি আমার রূহু উড়াল দি যাইবগি। লালভাই কেনে মরছইন কেউরে কোনদিন কইছিনা। আইজ তোমারে কইরাম। আমার লাগি আমার লালভাই মরছইনগো ভাবী। আমি বেটগিরি কইরা মাইর লাগাইছলাম। আমারে তারা মারত পারছিলনা, আমার সরল সহজ ভাইরে একলা পাইয়া মারছিল। আমি বদলা লইছিনা। আরিফ আর মুইনার বিয়ার পরে কাপুরুষ হকলরে থুকাইয়া থুকাইয়া মারমু। অখন আমার হাতর মুঠিত আইন আদালত। তখন তারা টেকা দি দামাছাপা দিলাইছিল। অনে দেখমুনে তারার কোন বাপে তারারে বাঁচায়। জাকিরে আর আরিফে হুনলে গাও খালি করিলিব। তারার বংশ ভিটাত লেম জ্বালাইবার লাগি কানা ল্যাংড়াও থাকতনায়।' বলে হে'বাবা রেগে অধরদংশন করে বাজুতে অশ্রু মুছলেন।

'খবরদার ইতা কেউরে কইবায়! সর্বনাশ ওইযিব। আল্লায় যেতা করছইন ভালার লাগি করছইন। আমার দিন ফুরাইগিছে। আমার বউ বেটির কপালও আগুন লাগাইওনা, দয়াল আল্লার দোয়াই দিরাম। তোমার ভাইর আয়ূ ফুরাইগিছিল এর লাগি আমারে কালাপানিত ভাসাইয়া তাইন সুখর দেশ গেছইনগি। আমিও কয়দিন পর যাইমুগি।' বলে জা'মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

'ভাবী আইজ অতটা বছর ধরি আমি রাইত ঘুমাইতা পারিনা। একলা বইলে দম বন্ধ ওইযিত চায়। আমার ভাতিজা ভাতিজা আমার কারণে এতিম ওইছে। ই কথা মনও ওইলেঔ আমার ঘুম খানি হারাম ওইযায়। লালভাইর শিন্নি করার সময় আমি যখন দেশ গেছলাম, তখন হেনার মা'র লাগি সাদা শাড়ি কিইনছিলাম। জাকির আর মুইনার মায়ায় পিন্দাইতা পারছিলামনা।'

জা'মা আঁতকে ওঠে বললেন, 'ইতা কিতা কও!'

'আপনার পিন্ন ধলা কাপন দেইক্কা মনে কইছিল গাও খালি করিলিতাম গিয়া। খালি মুইনার লাগি পারছিলামনা। দেখতায়নানি আমার গলা ছাড়তনা। গলা ধইরা ঘুমাইত। ভাবী, আপনার দুইখান পাও ধরি, দিলেজানে কও আমার মুইনারে আমার বুকর পিঞ্জরাত বইরা দিবায়। না করলে মরার লাগি আমি কাইল আইমু।'

অবলীলা

'তোমার মুইনা তোমার পিঞ্জরাত নিতায় কে তোমারে না করের। বেয়াইনরে লাইয়া কোনদিন আইরায়?' জা'মা আনন্দে হেসে বললেন।

'জাকিরর লাগি বার চাইরাম। হে আইলে তার লগে মাইত্তা ঠিক করা লাগব। আপনে তারে বুঝাইয়া কইলে কোনতা মাত্তনায়। নাইলে খবর আছে। কা'র গলাত ভোঁত দা লাগাইব ইতা একামত্র আল্লায় জানইন। তবে আন্দাজি কাইরাম পয়লা তার হরির গলাত লাগাইব।' বলে বিদ্রূপহেসে স্ত্রীর পানে তাকালেন।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হেন সব কথা শুনে দু হাতে মুখ ছেপে রান্নাঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ডুকরে কাঁদছে। এমন সময় মা এসেছিলেন ওকে দেখার জন্য দরজা খুলে কাঁদতে দেখে উদ্বেজিত হয়ে ব্যস্তসুরে বললেন, 'কিতা ওইছেগো ঝি!'

'আইজ ইতা কিতা হুনলামগো আম্মা আমি ইতা কিতা হুনলাম?' বলে মা'র গলা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

'ইতা দামান্দরে কইছনা, সবতা কুয়াইমু।' বলে মা হেনার পিঠে হাত বুলালেন।

'তাইন জানইন তানইর আব্বারে ডাকাইত হকলে মারছে। আসল খবর জানলে খালি হাতে গাও খালি করিলিবা। আব্বায় ভাইঙ্গা কইতা ওইবা। নাইলে বড় বিপদ ওইব। তাইনও খবর লয়রা। তাইনর বন্ধু একজন বড় সাংবাদিক। তাইনরে কইছইন আসল খবর থুকাইয়া বার করার লাগি। আম্মাগো, ডরে আমার কলিজা হুকাইযার। তাইনর বন্ধু তাইনর থাকি আরো ঝাঁনু, একশ বছর পুরান খবর থুকাইয়া বার করইন। তারার কাম ওইল থুকাইয়া অসহায় হকল বার করি ন্যায় বিচার করা। কত এতিম হকলরে জাগা জমিন ফিরাইয়া দিছইন। আম্মা ই খবর আমি কিলা লুকাইতাম?' হেনা অসহায়ের মত বলল।

'কাইন্দা আল্লার কাছে দোয়া কর। আমিও আইজ পয়লা হুনছি। আর যে খবর সমালোচনা করা ওয় ই খবর বাতাসও উড়ে। আমরা না চাইলেও মাতে মাতে দামান্দর কান ই খবর যাইব। হাজার চেষ্টা কইরা লুকাইল যাইতনায়। অনে একমাত্র উপায় ওইল, আরিফরে লইয়া দেশ গিয়ে সত্বর বিয়া করানি। মুইনা বেটি আমরার ঘর ডাইন পাও হারাইলিলেঔ আল্লার দয়ায় সব বিপদ কাটিযিব।'

'হাচা কইরানী আম্মা!' বলে হেনা অশ্রু মুছল।

'আরিফরে তইয়া গেলেও মরার লাগি হে পরে যাইব। আর বেটার বইন বেটার জান। বিয়ার লগে লগে সবতা খুইল্লা কইমুনে। জানি আরিফরে কিলাইয়বা কিন্তু আর কোনতা করতা নায়। নাইলে মহা বিপদ ওইবগো ঝি। তর হরির লাখান তুইও সাধা কাপন পিনতে ওইবে।' বলে মা অশ্রু সজল নয়নে হেনার পানে তাকালেন।

'আম্মা একটা ফন কইরা দেখ তারা কিতা কর্রা? আমার বুকর ভিতরে কিতা করের। আপনে ফন করৌক্কা আমি পানি খাই। আমার গলা হুকাইয়া কইলজা হুকাইযার। আম্মা আমি কিতা করতাম?' হেনা অসহায়েরর মত বলল।

'তুই ব আমি পানি দিরাম। আমারো মাথা ঘুরার। তর বাপে আইজ ইতা কিতা কইলা! আমার ভিতরে ধুরধুর করের। তুই ব।' মা কম্পিতসুরে বলে যখন গেলাসে পানি লয়ে হেনার পানে এগিয়ে দিয়ে নিজেও পানি পান করছেন।

অবলীলা

মুইনা তখন বড় চাচার বাড়ি যাচ্ছিল। গ্রামের বখাটে ছেলেরা সড়কে বসে আড্ডা দিচ্ছিল।

মুইনাকে দেখে একজন শিষ দিলে তার পাশের জন চোখ পাকিয়ে বলল, ‘রাশিক, মুইনার লগে টিটকারি মারিছনা। তাইর ভাই আইয়া কচুকাটিলিবা। গাউর কেউ কোনতা কইতনায়। জাকিরভাই ওইলা সাত গাউর পাঞ্চায়িত। তর দাদায়ও তাইন চোখর বায় চাইতানা।’

রাশিক ঘোঁৎ করে বলল, ‘তারেক! কিতা মাতরে বুইজ্জা মাতরেনী।’

তারেক রেগে ব্যোম হয়ে দাবড়ি দিয়ে বলল, ‘দুর হইরা মর! এই চলরে। ইগুর লগে থাকলে আনা হিথানে মরমু। তার অত সাহস মুইনার লগে পিরিতি করত চায়। দুর আমার হমুক থাকি হরিযা! নাইলে ছেদাইলিমু।’

রাশেক কিছুটা শান্ত হয়ে বলল, ‘তারেক ইলা মাতরে কেনে?’

‘জাকির ভাইর আব্বারে তুমরার গাউর মাইনষে মারছিলা। আর তুই তাইনর বইনর লগে টিটকারি মাররে। তর কইলজাত অত জোর কোনদিন ওইল?’ বলে তারেক মাথা দিয়ে ইশারা করল।

‘ইতা কিতা হুনাইলেবে!’ বলে রাশেক হববাক হল।

‘ওয়বে! হুনছি তর বাপও তারার লগে আছলা।’ বলে তারেক বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রাশিক হতাশায় বিরক্ত হয়ে বলল, ‘হুনছি বেট জবর ভালা আছলা। কেউর লগে কোনদিন দড়বারকাইজ্জা করছইন্না। তারার ক্ষেত ধান খাইলেও কেউর গরু খড় দিতানা। ইতরের বাচ্চাইনতে আল্লার অলীরে মারল কেনে?’

‘কিতা আর করবে? এক কাম কর। দৌড় দি গিয়া বড় আপা কইয়া মাফ চাইয়া আয়। নাইলে তর জীবন পথ বাত্তি করার লাগি ফন কইরা কইব। হুনছি তারার হুরু চাচারঘরওর ভাই হুরুগু আরো বড় গুণ্ডা। দেওর লাখান কালাইনতর লগে মারামারি করে। হিগু আইলে একলা গাউ খালি করিলিব। যা দৌড় দে।’

রাশিক দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘অততা জানছ কিলা?’

‘জাকির ভাইরে হকলে মল্লবীর ডাকতা। হুনছি জাকির ভাই তারে মল্ল ডাকইন। আমার মনে কর তর আয়ূ ফুরাইগিছে, এর লাগি মুইনার লগে লাগছত। মেনা কোনানর দৌড় দে!’

‘ভাইরে ভাইর তর পাওত ধইরা বাদে সালাম করমু পয়াল বড় আপার পাওত ধইরা মাফ চাইয়া আই।’ বলে রাশিক দৌড়ে মুইনার পাশে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ‘বড় আপা আমার ভুল ওইছে আমারে মাফ কর।’

মুইনা চমকে তার পানে তাকিয়ে কম্পিতসুরে বলল, ‘কি...কি...কিতা করছ?’

‘তোমারে আনা দেইক্কা হারর লাখান শিড়ি দিলাইছি। জাকির ভাইরে কইওনা। আর কোনদিন এমন বেতমিজী করতাম নায়গো আপা।’ রাশেক কাকুতি মিনতি করে বলল।

‘আমারে আপা ডাকরায় কেন?’ মুইনা কপাল কুঁচ করে বলল।

অবলীলা

‘আইজ থাকি হকলটিনতে তোমারে বড়আপা ডাকবা। বড় আপা, আমি অনে যাই? আমার হাত পাও কলিজা কাঁপের।’ রাশেক মিনতি করে বলল।

‘চুরি না কলে গাউর হকলে ইবার আম কাঁঠাল খাইতা পারবা। হকলটিরে বুঝাইয়া কইও। আচ্ছা অনে যাও। ফন করলে ভাইসাবরে কইমুনে তোমরা আমারে বড় আপা ডাক।’ বলে মুইনা বিদ্রূপহাসি হাসল।

‘আল্লার দোয়াই দিরামগো আপা আমার কথা কইওনা। কইলে আমি আনাহিথানে মরমু। না কইলে হারা জীবন দুলভাইর বেগারি করমুনে।’ রাশিক অসহায়ের মত বলল।

মুইনা খিল খিল করে হেসে বলল, ‘ইতা খবর ভাইসাবরে কইতা পারতামনায়। তোমরার দুলাভাই আইলে তোমরা তাইনরে বুঝাইয়া কইয়। অনে যাও, বড়চাচাইজে দেখলে বন্ধুক লইয়া বারাইযিবা।’

রাশিক পিছু হাটতে হাটতে হাত মলে বলল, ‘বড়আপা, গাছর জড় গোবর পানি দেওয়া লাগবনি?’